বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

(প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট,১৯৭৪(২৫/১৯৭৪)এর অধীনে গঠিত)
৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-৭/২০১৭

জনাাব রবীন্দ্রনাথ রায় (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ফরিয়াদী
পিতাঃ মনিমোহন রায়
ঠিকানাঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বনাম

জনাব মোঃ একরামুল হক প্রতিপক্ষ
সম্পাদক
সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ
বাড়ী নং-২২৬, বড় মগবাজার,
রমনা, ঢাকা-১২১৭।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান
২। জনাব গোলাম সারওয়ার সদস্য

ফরিয়াদী	ঃ নিয়োজিত এডভোকেট এবং স্বয়ং উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	ঃ নিয়োজিত এডভোকেট এবং স্বয়ং উপস্থিত
শুনানীর তারিখ	ঃ ২২/০৩/২০১৮খ্রিঃ,১৫/০৫/২০১৮খ্রিঃ
রায়ের তারিখ	ঃ ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ

রায়

ফরিয়াদীর আর্জিঃ

ফরিয়াদী বাংলাদেশ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে এই মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাখিল করেছেন।

তিনি নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকার সম্পাদক যিনি আইনানুগভাবে দায়-দায়িত্ব নিয়ে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকেন, তিনি কোন বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, আপত্তিকর, মিথ্যা, ভূয়া এবং বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করলে, তাঁর দায় দায়িত্ব তাকে নিতে হবে।

প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় "প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট" শিরোনামের প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করে মাননীয় মন্ত্রী, তাঁর মেয়ের জামাই এবং মন্ত্রণালয়কে জনসমক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। ভূয়া তথ্যযুক্ত খবরটি আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তদুপরি একটি অসত্য বানোয়াট, উস্কানিমূলক খবর ছাপিয়ে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রীকে জনসমক্ষে অসম্মানিত করা হয়েছে এবং উক্ত প্রতিবেদন দ্বারা অত্র মন্ত্রণালয়ের সুনাম ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন দ্বারা মাননীয় মন্ত্রী এবং তাঁর আত্মীয়কে জনসম্মুখে অপদস্থ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী একজন বীরমুক্তিযোদ্ধা এবং একাধিকক্রমে ৬ বার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য। তিনি এবং তাঁর আত্মীয় মানহানির জন্য মামলা রুজু করার অধিকার রাখেন। মন্ত্রী মহোদয়ের এই মানহানি কোনক্রমেই অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

প্রতিপক্ষের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামে ভিত্তিহীন, আপত্তিকর, অসত্য, কল্পনাপ্রসুত, মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়কে জনসম্মুখে হেয় ও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে, যার জন্য এই পত্রিকাটির প্রকাশনা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। ন্যায় বিচারের স্বার্থে জেলা প্রশাসক ঢাকাকে এই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন।

ফরিয়াদী আরও বর্ণণা করেন যে
(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৫০ হাজার ল্যাপটপ ক্রয়ে সরকারের নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ) এর নেতৃত্বে বুয়েট ও এলজিইডি এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৭ (সাত) সদস্যের মূল্যায়ন কমিটি যথাযথ সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়ের কোন হস্তক্ষেপ ছিলনা।

(খ) দরপত্র জমাদানকালীন টেন্ডার ডকুমেন্ট এর মূল কপি ও ডুপ্লিকেট কপি আলাদা আলাদা খামে জমা নেয়া হয়েছে। ডুপ্লিকেট কপি সীলগালা অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। দরপত্র ডকুমেন্ট ছিড়ে ফেলার সংবাদটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দরপত্র সম্পূর্ণ করেছেন। মাইক্রোসফট এর লেটার অব ইলিজিবিলিটি (LoE) এর শর্তানুযায়ী ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয় প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে বিশ্ব ব্যাংকের অনাপত্তি রয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় যথাযথ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সম্মতি প্রদান করেছে।

(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি ও জেলা পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মালামাল গ্রহণ কমিটি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া গ্রহণ করছে। এছাড়া, বিক্রয়োত্তর সেবা দানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ৭টি বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় উপ-পরিচালককে আহবায়ক করে ৭টি বিভাগের আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, প্রকাশিত প্রতিবেদনটি মাননীয় মন্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষ করে নিম্নবর্ণিত অংশসমূহ মন্ত্রী মহোদয়ের মান-সম্মান ও মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুন্ন করেছে।
পত্রিকার ভাষ্যমতে "মন্ত্রীর মেয়ের জামাই এই ল্যাপটপ ক্রয়ের পুরো টেন্ডার কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব খাটান। তারই প্রভাবে কৌশলে নথি থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিড়ে ফেলে সর্বনিম্ন দরদাতা দুটি কোম্পানিকে টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।" "মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারের কাছে এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিলেও তিনি এ দুর্নীতি রোধে কোন প্রদক্ষেপ নেননি। এর কারণ হিসেবে জানা গেছে, মন্ত্রীর মেয়ের জামাই অর্থাৎ মন্ত্রী নিজেই ও দুর্নীতির সঙ্গে নেপথ্য থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।" যথাযথ প্রমাণ ছাড়া এ জাতীয় বক্তব্য প্রদান সাংবাদিকতার নীতিমালা সম্পূর্ণ লংঘন।

এই অসত্য, ভিত্তিহীন, কল্পনাপ্রসুত ও আপত্তিজনক প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে ফরিয়াদী সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক এর কাছে ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদলিপি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পত্রিকাটির সম্পাদক প্রতিবাদলিপিটি তাঁর পত্রিকায় যথাযথভাবে প্রকাশ করেননি বরং পুনরায় বিষোদগার করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি উদ্দেশ্যেমূলকভাবে মাননীয় মন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এই কল্পনাপ্রসুত, ভিত্তিহীন ও আপত্তিজনক প্রতিবেদনটি তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।
"প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট" শিরোনামের প্রতিবেদন এর মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন।
পরিশেষে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে এই অসত্য, ভিত্তিহীন, কল্পনাপ্রসুত ও আপত্তিজনক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ
প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে, অভিযোগকারী/ফরিয়াদী অত্র মামলায় সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। প্রকৃত অর্থে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের বর্তমান সময়ের অনিয়ম-দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার জন্যই শীর্ষকাগজের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে এরূপ মিথ্যা ও তঞ্চকতাপূর্ণ অভিযোগ দাখিল করেছেন অভিযোগকারী।
ফরিয়াদী রবীন্দ্রনাথ রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ ও তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের কাজে ফরিয়াদীর সঙ্গে প্রতিপক্ষের নিয়মিতই ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যায়

“প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট” শিরোনামের প্রতিবেদনটি ছাড়াও শীর্ষকাগজে এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি নিয়ে আরও বেশ কটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন ছাপা হয়। এসব প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের তথ্য কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ রায়েরও সহযোগিতা নেয় প্রতিপক্ষ। শীর্ষকাগজ ১৪ আগষ্ট ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, ‘প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের টেন্ডারে ২০ কোটি টাকা ঘাপলা’ শিরোনামে প্রতিবেদন। এর আগে ৩১ জুলাই, ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, ‘প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের এনজিও সিলেকশনে ব্যাপক দুর্নীতি’ শিরোনামে প্রতিবেদন, ৩ জুলাই ২০১৭ প্রকাশিত হয়, ‘যেভাবে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়’। তাঁর আগে ১২ জুন, ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, ‘প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ: প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার সঙ্গে প্রতারণা, জাল জালিয়াতি’ শিরোনামে প্রতিবেদন। এর প্রত্যকটি প্রতিবেদনেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন অধিদফতরের অনিয়ম-দুর্নীতির সুনিদিষ্ট বিভিন্ন তথ্য এবং এর সঙ্গে মন্ত্রী ও তাঁর লোকজনের সংশ্লিষ্টতার কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু, সেইসব প্রতিবেদনের বিষয়ে কোনও লিখিত প্রতিবাদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। মন্ত্রীর এপিএসের সঙ্গে সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে দেখা হলে তিনি শুধুমাত্র ৩১ জুলাই, ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত, ‘প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের এনজিও সিলেকশনে ব্যাপক দুর্নীতি’ শিরোনামে প্রতিবেদনটি নিয়ে কথা বলেন। তিনি শধু বলেন, আমার মন্ত্রী এসবের সঙ্গে জড়িত নন’। এছাড়া তিনি প্রতিবেদনটি নিয়ে আর কোনও মন্তব্য করেননি। মন্ত্রীর মেয়ের জামাইয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। এতে বুঝা যায়, মন্ত্রীর মেয়ের জামাইয়ের সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা ছাপা হয়েছে তা পুরোপুরি সঠিক।

উল্লেখ্য, এর আগে ৩ জুলাই, ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় শীর্ষকাগজে প্রকাশিত ‘যেভাবে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়’ শিরোনামের প্রতিবেদনটিতে এই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছিল যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয় অধীন সবাই চেনেন জানেন কে এই জামাই। জামাই মানে মন্ত্রীর মেয়ের জামাই। মন্ত্রণালয়ের কোনও পদ নেই। তারপরও ক্ষমতাবান তার ক্ষমতার দাপট সম্পর্কে সবাই কমবেশি অবগত। কিভাবে চলছে এ মন্ত্রণালয় সেটিও কারো অজানা নয়। যার যা কিছু তদবির প্রায় সবই জামাই বাবুর মাধ্যমে আসতে হয়। মন্ত্রণালয়ের ভেতরে-বাইরে বেশকিছু দালাল আছে যারা জামাইবাবুকে তদবিরের কাজ এনে দেন। মন্ত্রণালয়ের সবাই বুঝেন জামাইর তদবির মানে করতেই হবে। মন্ত্রীই তাকে এমন ক্ষমতাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেউ না করতে চাইলে বা কঠিন কোনও কাজ হলে শ্বশুর মন্ত্রীর মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়। আর সেটিই সম্পন্ন হয়ে যায়। এভাবেই চলছে জামাই-শ্বশুরের মন্ত্রণালয়। এটিই অঘোষিত নিয়ম। আর এ কারণেই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জামাই-শ্বশুরের মন্ত্রণালয় নামেই আখ্যায়িত করে থাকেন। নিয়োগ-বদলি স্কুল জাতীয়করণ এনজিও সিলেকশন প্রভৃতি কাজে যারা জামাইয়ের মাধ্যমে গিয়েছেন তাদেরটা সফল হয়েছে। তা না হলে অধিকাংশ কাজে সফল হওয়া যায়নি। মেয়ের জামাই অবাধে গাড়ি নিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য মন্ত্রী নিজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণারয়ে ডিও লেটার লিখে গাড়ির স্টিকারও ইস্যুর ব্যবস্থা করেছেন। যদিও সরকার নিয়োগে বা রাজনৈতিক নিয়োগে পিএস, এপিএস, পিও কোনও পদেই নেই তারপরও কীভাবে, কোন ক্রাইটেরিয়ায় জামাইকে গাড়ির স্টিকার দেওয়া হলো সেটিই রহস্যজনক। শীর্ষকাগজের এসব তথ্য সম্পর্কে মন্ত্রীর এপিএস কোনও মন্তব্য করেননি। মন্ত্রণালয় থেকেও কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শীর্ষকাগজের কাছে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয় গত ৬ নভেম্বর,২০১৭ । এই প্রতিবাদপত্রে শীর্ষকাগজের ৬ নভেম্বর ২০১৭ ইং তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত “প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট” শিরোনামের প্রতিবেদনটির ব্যাপারে প্রতিবাদ করা হয়। কিন্তু শীর্ষকাগজে এর আগে প্রকাশিত অন্য প্রতিবেদনগুলো সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিবাদ পাঠানো হয়নি। বিশেষ করে ৩ জুলাইয়ের প্রতিবেদনটি সম্পর্কে কোনও বক্তব্যই ছিল না প্রতিবাদপত্রে। এমনকি আলোচ্য এই মামলায়ও সেইসব প্রতিবেদনের তথ্য সম্পর্কে কোনও অভিযোগ বা আপত্তি তোলা হয়নি। তার অর্থ দাড়াচ্ছে, সেইসব প্রতিবেদনের তথ্য সঠিক। ৩ জুলাই, ২০১৭ ইং তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের মন্ত্রী এবং মন্ত্রীর মেয়ের জামাই সম্পর্কিত তথ্যগুলো সঠিক।

মন্ত্রীর মেয়ের জামাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সচিবালয়ে কোনও পদে নেই। তারপরও কেন মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান তার মেয়ের জামাইকে অবাধে সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার লিখে স্থায়ী পাস ও গাড়ির স্টিকার ইস্যুর ব্যবস্থা করেছেন সেই প্রশ্নে উত্তর এখনও মন্ত্রী বা তার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি।

শীর্ষকাগজে প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার বেশ আগে ২০১৬ সালের শেষের দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৫০ হাজার ল্যাপটপ ক্রয়ের টেন্ডারে অনিয়ম ও দরপত্রের কাগজ ছিঁড়ে ফেলা সম্পর্কে দৈনিক সমকালসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। তাতে মন্ত্রীরও বক্তব্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রী মোস্তাফিজুর

রহমান দরপত্রের কাগজ ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেননি। এতে তার সংশ্লিষ্টতা সুনির্দিষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়।
শীর্ষকাগজে ৬ নভেম্বর, ২৩০১৭ ইং তারিখের সংখ্যার প্রতিবেনটি ছাপা হওয়ার আগে ল্যাপটপ ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে ১১ অক্টোবর, ২০১৭ ইং তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা হয়। এ দুর্নীতি তদন্তের জন্য একটি সাব-কমিটিও গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতির তথ্য বা অভিযোগ না থাকলে নিশ্চয়ই সংসদীয় সাব-কমিটি হতো না?

অতএব, শীর্ষকাগজে ৬ নভেম্বর, ২০১৭ ইং তারিখে প্রকাশিত "প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, "সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট" শিরোনামের প্রতিবেদনটি পুরোপুরিই সঠিক। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদনটি জাতীয় স্বার্থে তৈরি করা হয়েছে। এতে অসত্য, ভিত্তিহীন বা উদ্দেশ্যমূলক কোনও তথ্য নেই। সংবাদ মাধ্যমের কাজই হলো, সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তুলে ধরা। শীর্ষকাগজ জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় স্বার্থে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আলোচ্য এই প্রতিবেদনটিতেও জাতীয় স্বার্থে তথ্য উপস্থাপনে সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
শুধু তাই নয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে যে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছে সেটিও শীর্ষকাগজ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পুরো প্রতিবাদ হুবহু ছেপেছে। এমনকি প্রতিবাদের শিরোনামেও শীর্ষকাগজের কভার পেইজে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৬ নভেম্বর, ২০১৭ ইং তারিখে যে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে, "ইতিপূর্বেও ৩১ জুলাই, ২০১৭ ইং তারিখে ২৭তম সংখ্যায় আপনার পত্রিকায় মাননীয় মন্ত্রী সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব মৌখিকভাবে প্রতিবাদ জানান। "উল্লেখ্য ৩১ জুলাই ২০১৭ ইং তারিখের সংখ্যায় মন্ত্রণালয়ের এনজিও সিলেকশনে দুর্নীতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রতিবেদনটি ছিল 'প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের এনজিও সিলেকশনে ব্যাপক দুর্নীতি' শিরোনামে। মন্ত্রীর সহকারী সচিব নিজেই উদ্যোগ হয়ে বা ফোন করে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানাননি। মন্ত্রণালয়ে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হওয়ার পর এই প্রতিবেদনের বিষয়ে আলাপ হলে তিনি শুধু সাধারণভাবে মুখে বলেন, 'আমার মন্ত্রী এর সঙ্গে জড়িত নন'। বাস্তবে এটি কোনও প্রতিবাদ নয়। এছাড়া তিনি মন্ত্রীর জামাইয়ের জড়িত থাকার বিষয়েও কোনও মন্তব্য করেননি।

সেই এনজিও সিলেকশনে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তা ইতেমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে সরকারের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটে দায়ের করা মামলায়। শীর্ষ কাগজের কাছে এ সংক্রান্ত প্রমাণাদিও রয়েছে।
অভিযোগকারী/ফরিয়াদী শীর্ষকাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক। বস্তুত, প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে শীর্ষকাগজ জাতীয় স্বার্থে যে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে সেগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিলের আশ্রয় নিয়েছেন।

এসব কারণে ফরিয়াদীর অভিযোগ বা মামলাটি খারিজযোগ্য। মামলাটি শর্তহীনভাবে খারিজ করার জন্য বিনীত আবেদন করেছে অন্যথায় বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্থ হবে এবং জাতীয় স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরঃ
ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর দাখিল করে নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদী উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত মামলার ফরিয়াদী, বিগত ২৮/১১/২০১৭ তারিখে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়ের করে এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ জবাব দাখিলের সাধারণ সময়সীমা ১ (এক) মাস থাকলেও প্রতিপক্ষ বিগত ২৭/১২/২০১৭ তারিখে জবাব দাখিলের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন। পরে বিজ্ঞ আদালত উক্ত জবাব প্রদানের জন্য পরবর্তীতে বিগত ১৫/০১/২০১৮ তারিখ ধার্য করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিগত ১৫/০১/২০১৮ তারিখের মধ্যে জবাব দাখিল করেননি তাই বিজ্ঞ আদালত বিগত ২২/০৩/২০১৮ তারিখে মামলার একতরফা শুনানীর দিন ধার্য করেন এবং অদ্য ২২/০৩/২০১৮ তারিখে শুনানীর দিন উপস্থিত হয়ে প্রতিপক্ষ একতরফা শুনানীর তালিকা থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে পুনরায় জবাব গ্রহণের জন্য আবেদন করেন এবং বিজ্ঞ আদালত উক্ত প্রার্থনাটি মঞ্জুর করে বিগত ০৫/০৪/২০১৮ তারিখে জবাব দাখিলের জন্য দিন ধার্য করেন। ০৫/০৪/২০১৮ তারিখে প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করলে ফরিয়াদী বিগত ০৯/০৪/২০১৮ তারিখে প্রতিপক্ষের জবাবের একটি কপি হাতে পায়।

ফরিয়াদী দায়েরকৃত মামলার আর্জিতে ৯টি অনুচ্ছেদে সুনিদিষ্টভাবে মামলার প্রতিপক্ষের প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন (সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ সংবাদপত্রের ৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে ৩২ তম সংখ্যা) সম্পর্কে তাহার

অভিযোগসমূহ তুলে ধরেন। প্রতিপক্ষের জবাব সামগ্রিকভাবে পড়ে ও পর্যবেক্ষন করে পরিলক্ষিত হয়েছে, তাহার আর্জিতে ৯টি অনুচ্ছেদে সুনিদিষ্ট অভিযোগসমূহের কোন সুনিদিষ্ট জবাব তিনি তাঁর জবাবে উল্লেখ করেননি। এমনকি কোনরূপ দালিলিক প্রমানাদিও দাখিল করেননি। ফরিয়াদীর মামলার জবাবের পরিবর্তে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীকে ব্যক্তিগত আক্রমন করেন যার প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের জবাবের দফাওয়ারী প্রতিউত্তর প্রদান করেন যা নিম্নরূপঃ

প্রতিপক্ষের জবাবের ১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "প্রকৃত অর্থে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মাননীয় মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের বর্তমান সময়ের অনিয়ম দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার জন্যই শীর্ষকাগজের বিরুদ্ধে আপনার আদালতে এরূপ মিথ্যা ও তঞ্চকতাপূর্ণ অভিযোগ দাখিল করেছেন অভিযোগকারী" বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। কারণ প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং কোনরূপ দালিলিক প্রমাণাদি ব্যতীত বিগত ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যা **"প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট"** শিরোনামে প্রতিবেদনটি আপত্তিজনক, কাল্পনিক ও বানোয়াট উক্তরূপ প্রতিবেদনটি মাননীয় মন্ত্রী তাঁর মেয়ের জামাই এবং মন্ত্রণালয়কে জনসম্মুখে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। ভুয়া তথ্যযুক্ত খবরটি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং অসত্য বানোয়াট উস্কানিমূলক খবর ছাপিয়ে মাননীয় মন্ত্রী, তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং সর্বপরি মন্ত্রণালয়কে জনসম্মুখে অসম্মানিত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ছাড়পত্র নিয়ে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়। এতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং মন্ত্রণালয়ের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না।

প্রতিপক্ষের জবাবের ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "অভিযোগকারী/ফরিয়াদী রবীন্দ্রনাথ রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ ও তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের কাজে তাঁর সঙ্গে আমার নিয়মিতই ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যা **"প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট"** শিরোনামে প্রতিবেদনটি ছাড়াও শীর্ষকাগজ এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি নিয়ে আরও বেশ কয়টি তথ্যবহুল প্রতিবেদন ছাপা হয়। এসব প্রতিবেদন তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের তথ্য কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ রায়ের ও সহযোগিতা নেই আমি" বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন। ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র মামলা করায় তাকে বিপাকে ফেলার জন্য উক্তরুপ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ফরিয়াদী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে জবাবের অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেননি বা প্রতিপক্ষকে কোন প্রকার সহায়তা করেননি বা প্রতিবেদন তৈরিতে কোন প্রকার তথ্য দিয়েও সহায়তা করেননি। ফরিয়াদী বিগত জুলাই ২০১৭ তারিখ হতে চিকিৎসার জন্য ভারতে গমন করেন এবং ভারতে তামিলনাড়ু প্রদেশের সিএসসি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের পর বিগত ০৪/১১/২০১৭ তারিখে দেশে ফেরত আসেন এবং বিগত ১২/১১/২০১৭ তারিখে তিনি তাঁর কাজে যোগদান করেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের সাথে ফরিয়াদীর কোনরূপ যোগাযোগ রাখার প্রশ্নই উঠে না। প্রতিপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে চলমান মামলাটি ভিন্নখাতে প্রভাবিত করার জন্য এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আস্থার সংকট সৃষ্টি করার জন্য উক্ত মিথ্যা এবং বানোয়াট বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

প্রতিপক্ষের জবাবের ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শীর্ষকাগজে ১৪ আগষ্ট ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত **"প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের টেন্ডারে ২০ কোটি টাকার ঘাপলা"** শিরোনামের প্রতিবেদন ৩১শে জুলাই ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত **"প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের এনজিও সিলেকশনে ব্যাপক দুর্নীতি"** প্রতিবেদন ৩ জুলাই ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত "যেভাবে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণলয়" এবং ১২ জুন ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত **"প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার সঙ্গে প্রতারনা, জাল জালিয়াতি"** প্রতিবেদন শিরোনামের যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবের সাথে উক্ত প্রতিবেদনের কোনরূপ কপি দাখিল করেননি এবং উক্তরূপ কোন প্রতিবেদন ফরিয়াদীর নজরে আসেনি। প্রতিপক্ষ শুধুমাত্র মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং মন্ত্রণালয়কে জনসম্মুখে অপদস্থ, হেনস্থা এবং অসম্মানিত করার উদ্দেশ্য এই বক্তব্য প্রদান করেছেন।

প্রতিপক্ষের জবাবের ২নং অনুচ্ছেদে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মেয়ের জামাই সম্পর্কে যে সব বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা অস্বীকার করে দাবী করেন যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মেয়ের জামাই একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি কখনো মন্ত্রণালয়ের কোন কাজের সাথে জড়িত ছিলেন না এবং বর্তমানে মন্ত্রণালয়কে সমাজে তথা দেশের আপাময় জনগণের সম্মুখে মানহানি, হেনস্থা এবং রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উক্তরূপ মিথ্যা এবং বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করেন এবং যখন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ফরিয়াদী উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য প্রতিপক্ষের নিকট প্রদান করেন তখন প্রতিপক্ষ উক্ত প্রতিবাদটি সম্পূর্ণভাবে না প্রকাশ করে মনগড়াভাবে অতিরঞ্জিত করে আরো মিথ্যা তথ্যসহ প্রকাশ করেন।

প্রতিপক্ষের জবাবের ৩নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বক্তব্যগুলি বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ফরিয়াদী কর্তৃক অস্বীকৃত। শীর্ষকাগজের ৬ই নভেম্বর ২০১৭ তারিখের সংবাদের পূর্বেকার কোন সংবাদ/প্রতিবেদন ফরিয়াদীর নজরে আসেনি। তদুপরি সেই সব সংবাদ প্রকাশের পূর্বে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অথবা মন্ত্রণালয়ের কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কোনরূপ বক্তব্য গ্রহণ করা হয়নি।

প্রতিপক্ষের জবাবের ৪নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "মাননীয় মন্ত্রীর মেয়ের জামাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সচিবালয়ের কোন পদে নেই, তারপরও কেন মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান তাঁর মেয়ের জামাইকে অবাধে সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার লিখে স্থায়ী পাস ও গাড়ির স্টিকার ইস্যুর ব্যবস্থা করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও মাননীয় মন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি" বক্তব্যটি মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মেয়ের জামাইয়ের কথিত কোন স্থায়ী পাস বা গাড়ির স্টিকার নেই এবং মাননীয় মহোদয় এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটারের ব্যবস্থা করেননি।
প্রতিপক্ষের জবাবের ৫নং অনুচ্ছেদে প্রতিপক্ষ যে সব বক্তব্য প্রদান করেছেন ফরিয়াদী তা অস্বীকার করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে প্রতিপক্ষ কোনরূপ দালিলিক প্রমাণাদি দাখিল করেননি। এছাড়া অন্যকোন সংস্থায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে অভিযোগ করার এখতিয়ার প্রতিপক্ষের নেই এবং এসব বিষয়ে জবাব দেওয়ার সুযোগ নেই।

প্রতিপক্ষের জবাবের ৬নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বক্তব্য ফরিয়াদী কর্তৃক অস্বীকৃত। ল্যাপটপ ক্রয়ে অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে তদন্তের জন্য কোন সাব কমিটি গঠিত হয়নি। শুধুমাত্র মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এবং মন্ত্রণালয়কে হেনস্থা করা কুউদ্দেশ্য উক্তরূপ বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রতিপক্ষের জবাবের ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বক্তব্যের সত্যতা ফরিয়াদী অস্বীকার করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ) এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের মূল্যায়ণ কমিটি সরকারী বিধি বিধান অনুসরন করে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছেন। ল্যাপটপ ক্রয়ে সকল পর্যায়ে বিশ্ব ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিশ্ব ব্যাংক দরপত্রের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে অনাপত্তি সমূহ প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে বিক্রয়ত্তোর সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে ৭টি বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা কমিটি গঠন হয়েছে। প্রতিপক্ষ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং মন্ত্রণালয়কে হেনস্থা করার উদ্দেশ্য উক্ত মিথ্যা এবং বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করেন।

প্রতিপক্ষের জবাবের ৮নং অনুচ্ছেদে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন। প্রতিপক্ষের প্রকাশিত মিথ্যা এবং বানোয়াট প্রতিবেদনের জবাবে মন্ত্রণালয় থেকে যে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, তা হুবহু প্রকাশ না করে প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ পত্রটি অতিরঞ্জিত করে মনগড়াভাবে প্রকাশ করেন, যা স্পষ্টত আচরণবিধির বিধি-১৮ পরিপন্থী।

প্রতিপক্ষের জবাবের ৯নং অনুচ্ছেদের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, বানোয়াট। প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে কোন ধরনের দালিলিক প্রমাণাদি অত্র মামলার জবাবের সাথে দাখিল করেননি।

প্রতিপক্ষের জবাবের ১০নং অনুচ্ছেদে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা মিথ্যা, বানোয়াট এবং ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক এবং এ সংক্রান্ত ফরিয়াদী যথেষ্ট পরিমাণ দালিলিক প্রমাণাদি অভিযোগের সাথে দাখিল করেছেন।

প্রতিপক্ষ উক্ত বানোয়াট প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে উক্ত ঘটনার সত্যতা যাচাই করেননি এবং মন্ত্রণালয়ের কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করেননি, যা বাংলাদেশের সংবাদপত্র সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরনীয় আচরণবিধি ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত) এর বিধি ২১ এর পরিপন্থি এবং বিধি ২০ অনুযায়ী এ সকল বানোয়াট সংবাদের প্রকাশনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সম্পাদকের তথা প্রতিপক্ষের। এছাড়া ফরিয়াদী যখন উক্ত বানোয়াট সংবাদের বিপরীতে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেছেন, উক্ত প্রতিবাদপত্রটি সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করে প্রকাশ করা হয়নি বরং প্রতিবাদটি অতিরঞ্জিত করে মনগড়াভাবে প্রকাশ করা হয় যা আচরণবিধির ১৯৯৩ এর বিধি ১৮ এর পরিপন্থি। এছাড়াও প্রতিপক্ষ উক্ত বানোয়াট সংবাদটি প্রকাশের মাধ্যমে আচরণবিধি ১৯৯৩ এর বিধি ১,৬,৭,১২,১৭ ও ১৯ লংঘন করেছেন। এমতাবস্থায় ফরিয়াদী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বানোয়াট তথ্য প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪ ধারা ১২ অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং অন্যান্য যেসমস্ত প্রতিকার পেতে পারেন তা প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন।

প্রতিপক্ষের, "ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরের জবাব ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দাখিল প্রসঙ্গে" শিরোনামে জবাবঃ
গত ১৫/০৪/২০১৮ তারিখে মামলার শুনানী শেষ হয় এবং ০৭/০৬/২০১৮ তারিখ রায় প্রদানের জন্য দিন ধার্য করা হয়। প্রতিপক্ষ ১৭/০৫/২০১৮ তারিখে একটি দরখাস্তমূলে মামলাটি পুনরায় শুনানীর জন্য আবেদন করেন। আবেদনটি বিধি সম্মত নয় বলে গ্রহণ করা হয়নি। তবে প্রতিপক্ষকে তাহার লিখিত বক্তব্য প্রদানের জন্য সুযোগ দেয়া হয় এবং নির্দেশমত ২৪/০৫/২০১৮ তারিখে প্রতিপক্ষ তাঁর লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। তিনি "ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরের জবাব ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দাখিল প্রসঙ্গে" শিরোনামে এক দীর্ঘ জবাব দাখিল করেছেন। তাঁর তিনি সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত ১০/১২/২০১৬ তারিখের ল্যাপটপ সম্পর্কে প্রতিবেদন ১১/১২/২০১৬ তারিখে সমকালের সম্পাদকীয় দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশে ০৬/১১/২০১৬ তারিখে প্রকাশিত "প্রাথমিকের ল্যাপটপ ক্রয়ে সিন্ডিকেট" শিরোনামে ২৮/০৯/২০১৭ তারিখে জাগো নিউজ ২৪ ডট কম এ প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরের কিছু কিছু জবাব দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক গুনা হয়েছে। তিনি ফৌজদারী মামলাগুলি থেকে যে অব্যাহতি এবং খালাস পেয়েছেন এ সম্পর্কে বিষদ বর্ণনা দেন এব কাগজ দাখিল করেন। তিনি দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সম্পর্কে উল্লেখ করেন যেখানে মন্ত্রী, তাঁর মেয়ের জামাই এবং তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি আচরণ বিধি ১৮ নং অনুচ্ছেদ লাইন করেনি বলে দাবী করেছেন। তিনি বলেছেন যা তিনি তথ্যসহ সত্য প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, এতে দুর প্রকাশের কোন সুযোগ নেই, তাই ১৮ অনুচ্ছেদ লংঘিত হয়নি।
তাঁর জবাবের ১৪নং দফায় বর্ণিত কিছু অংশ হুবহু উদ্ধৃত করা হলোঃ-

> *বস্তুত, শুরুতে সাংবাদিকতা পেশায় আমি একজন রিপোর্টার হিসেবে কাজ শুরু করেছি। দীর্ঘদিন রিপোর্টিংয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করি। যেহেতু আচরণবিধিতে কোনও বিধিনিষেধ নেই, রিপোর্টার থেকে যারা সম্পাদক হয়েছেন, এরকমের মতিউর রহমান চৌধুরীওসহ অনেকেই মাঝে মধ্যে নিজেরা প্রতিবেদন নিখেন-এই প্রেক্ষাপটে আমিও মাঝে মধ্যে কিছু লিখি। এতে অন্য কারো প্রশ্ন থাকার কথা নয়। তাছাড়া শীর্ষকাগজ একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। অতীতেও এদেশের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো পূর্ণ সেটআপ নিয়ে চলেনি। সম্ভবও নয়। আর শীর্ষকাগজের যে মান সেই মাপের রিপোর্টার পাওয়াও বেশ দুষ্কর। উচ্চ বেতনে, এমন উচ্চ মানের রিপোর্টার রাখা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার, অত্যন্ত ব্যয় বহুলও বটে। অন্যদিকে উচ্চ মানের একজন রিপোর্টার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাজ করবেই বা কেন? পত্রিকার মান বজায় রাখাসহ সার্বিক বিবেচনায় আমাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে রিপোর্টিংয়ের কাজ করতে হয়। এটি নিশ্চয়ই অন্য কারো অসুবিধা বা আপত্তি থাকার কথা নয়।*

১৭নং দফায় কিছু অংশ হুবহু

> *"অভিযোগকারী/ফরিয়াদী শীর্ষকাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক। বস্তুত, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে শীর্ষকাগজ জাতিয় স্বার্থে যে ধারাবাহিকক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে সেগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিলের আশ্রয় নিয়েছেন। এক্ষেত্রে ফরিয়াদী রবীন্দ্রনাথ রায়ের দাবি অনুযায়ী সত্য প্রতিবেদন প্রকাশের পরও প্রতিপক্ষকে তিরস্কার করা হলে সৎ সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্থ হবে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের লাগামহীন দুর্নীতি আরও প্রসারিত হবে"।*

ফরিয়াদী ২৯/০১/২০১৮ তারিখের চিঠির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন অবস্থায় আরেকটি প্রতিবেদন "প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এনজিও সিলেকশনে দুর্নীতি প্রমাণ হলো" শিরোনামে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ৩৫তম সংখ্যায় বেআইনিভাবে প্রকাশ করে, প্রবিধানমালার ১৯ঃ২ প্রবিধি লঙ্ঘন করেছেন। তাই, বর্তমান মামলার সাথে এর প্রতিকার পাওয়ার জন্য আবেদন করেন।

ফরিয়াদী ও প্রতিপক্ষের আইনজীবীর যুক্তিতর্কঃ
ফরিয়াদীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব অজিতশীল যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। তিনি ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিউত্তর, প্রতিপক্ষের জবাব এবং আর্জির সাথে সংযুক্তী কাগজপত্র পড়ে শুনান। তিনি ৬ নভেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় **"প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট"** প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করে নিবেদন করে যে, এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মাননীয় মন্ত্রী, তাঁর মেয়ের জামাই এবং মন্ত্রণালয়কে জনসম্মুখে সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অসত্য এবং কল্পনাপ্রসুত। তিনি প্রতিবেদনটি প্রকাশের পূর্বে ইহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যাচাই করেনি এবং মন্ত্রণালয়ের কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করেননি। এছাড়া ফরিয়াদী বানোয়াট সংবাদ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ভুল সংশোধন না করে শীর্ষকাগজের প্রতিবেদকের বক্তব্য প্রকাশ করে যা আচরণবিধির পরিপন্থি। তিনি তাঁর তথ্যের উৎস হিসেবে ফরিয়াদীর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ফরিয়াদী তখন চিকিৎসা উপলক্ষ্যে ভারতে ছিলেন। এতে পরিস্কার যে প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কল্পনাপ্রসুত ও বানোয়াট। তিনি বলেন যে, কেবল এই কারণেই প্রত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করা প্রয়োজন। প্রতিপক্ষ মন্ত্রী

মহোদয় এবং তাঁর মেয়ের জামাইকে ব্যক্তিগতভাবে জনসম্মুখে অপদস্থ করার কুমানসে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একাধিকক্রমে ৬ বার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য। মন্ত্রী মহোদয়ের এই মানহানি কোনক্রমেই অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদীর আর্জির (ক), (খ) ও (গ) বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সুনিদিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং এতে মন্ত্রী পরিষদের সম্মতি রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনটি প্রচারিত প্রতিবেদনের কিছু কিছু অংশ তাঁর মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুন্ন করেছে এবং প্রমাণ ছাড়া এ জাতীয় বক্তব্য প্রচার করে সাংবাদিকতার নীতিমালার সম্পূর্ণ লংঘণ করেছেন।

তিনি তাঁর জবাবে ১২ জুন ২০১৭, ৩ জুলাই ২০১৭, ৩১ জুলাই ২০১৭ এবং ১৪ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে বিভিন্ন তারিখের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন। ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত **"প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের এনজিও সিলেকশনে ব্যাপক দুর্নীতি"** প্রতিবেদন নিয়ে মাননীয় মন্ত্রীর এপিএস এর সঙ্গে আলাপ করেন। প্রতিউত্তরে এপিএস মন্ত্রী মহোদয় কথিত দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য প্রতিবেদনগুলির প্রতি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে আসেনি এবং অভিযোগ ও দাখিল করেনি বলে নিবেদন করেন।

তিনি বলেন ৬ নভেম্বর ২০১৭ এর প্রতিবেদনে যেখানে মাননীয় মন্ত্রী এবং তাঁর মেয়ের জামাই সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য গ্রহণ করেনি এবং তথ্য সংগ্রহ করার কোন প্রকার চেষ্টা করেছেন মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই। তাই রিপোর্টখানা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে করেছেন, কেবল মন্ত্রী মহোদয়কে জনসম্মুখে অপদস্থ করার জন্য এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের যোগসাজসে করেছেন বলে তিনি নিবেদন করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী পত্রিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপি ছেপেছেন তবে পরের অংশে শীর্ষকাগজ প্রতিবেদকের বক্তব্য যোগ করে প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃত বিষেদাগার করেছেন। যেহেতু পত্রিকা তাঁর নিজের, যা ইচ্ছে তাই লিখেছেন, কিন্তু তাঁর এ সমস্ত লেখা সাংবাদিকতার কোন মানদন্ডে পড়ে না বরং এটা কেবল হলুদ সাংবাদিকতারই অংশ বলা যায়। তিনি সাপ্তাহিক অপরাধ বিচিত্রায় প্রকাশিত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং পত্রিকা উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ যে হলুদ সাংবাদিকতা করেন তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো প্রচারিত প্রতিবেদনগুলি। এই সমস্ত প্রতিবেদনগুলি তাঁর পেশায় নিয়োজিত বন্ধরাই পরিবেশন করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময় তাঁর গর্হিত কাজের জন্য ফৌজদারী মামলার আসামী হয়েছেন। এই মামলাগুলি হয়েছে তাঁর নীতি নৈতিকতা বহির্ভূত কাজের জন্য। তিনি অভ্যাসগতভাবে অপসাংবাদিকতায় লিপ্ত রয়েছেন। তাঁর লাগামহীন সাংবাদিকতা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জীবনে দুঃখকষ্ট নিয়ে আনে এবং সামাজিকভাবে অপদস্থ করা হয়। এর কোন প্রতিকার পেলেও ক্ষত দূর হয় না। বিজ্ঞ আইনজীবী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১০ এ প্রচারিত দুটি মামলা নং ৮/২০০৮ এবং ২/২০১০ এর প্রতি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল রায়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পেশাগত অসদাচরণ এর জন্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দিয়েছেন। রায়গুলি পর্যালোচনা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতার আইন মানেন না। তিনি আরও বলেন যে তথ্য ও সত্য প্রকাশে সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতা সর্বজনস্বীকৃত। তবে মনে রাখা বাঞ্চনীয় যে "সাংবাদিকতার স্বাধীনতা" অর্থ অনুমোদিত সেচ্ছাচারীতা নয়।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, কথিত প্রতিবেদনটি তৈরি এবং প্রকাশ করে অনুসরণীয় আচরণবিধি ১৯৯৩ (২০০২ সাল সংশোধিত) এর ১৮, ১৬, ৭, ১২, ১৭ ও ১৯ লংঘণ করেছেন।

পরিশেষে, বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁর দাখিলকৃত দলিল দস্তাবেজ বিবেচনা করে কাউন্সিল এর আইনের ১২ ধারা মতে সর্বোচ্চ শাস্তি দানের জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদীর আইনজীবীর সমস্ত যুক্তিতর্ক খন্ডন করে দিয়ে নিবেদন করেন যে, শীর্ষকাগজে ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত **"প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট"** শিরোনামের প্রতিবেদনটির পুরোপুরিই সঠিক। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতেই প্রতিবেদনটি জাতীয় স্বার্থে তৈরি করা হয়েছে। এতে অসত্য ভিত্তিহীন বা উদ্দেশ্যমূলক কোন তথ্য নেই। তিনি বলেন যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে যে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছে সেটিও শীর্ষকাগজে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পুরো প্রতিবাদ হুবহু ছেপেছে। এমনকি প্রতিবাদের শিরোনামেরও শীর্ষকাগজের কভার পেইজে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি বলেন শীর্ষকাগজ গত ১২ জুন ২০১৭ **"প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার সঙ্গে প্রতারনা, জালজালিয়াতি"** শিরোনামে, ৩ জুলাই ২০১৭ প্রকাশিত হয় **"যেখানে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়"**, ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় **"প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের এনজিও সিলেকশনে ব্যাপক দুর্নীতি"** শিরোনামে এবং ১৪ আগষ্ট ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় **"প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের টেন্ডারে ২০ কোটি টাকা ঘাপলা"** শিরোনামে প্রতিবেদন। কিন্তু একটি প্রতিবেদনের বিষয়ে কোন

প্রতিবাদ দেয়া হয়নি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে, তবে মন্ত্রীর এপিএস শুধুমাত্র ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদন এর ব্যাপারে কথা বলেন এবং বলেন যে মন্ত্রী এসবের সঙ্গে জড়িত নন।
তিনি বলেন যে, ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় **"প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট"** প্রচারের পূর্বে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের তথ্য কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ রায় এর সহযোগিতা নেয় প্রতিপক্ষ। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, মন্ত্রী মহোদয়ের এপিএস বর্তমান প্রতিবেদনটি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। এতে প্রতিয়মান হয় যে, মন্ত্রীর মেয়ের জামাইয়ের সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা ছাপা হয়েছে তা পুরোপুরি সঠিক। তিনি বলেন যে ফরিয়াদীর সমস্ত বক্তব্যের উত্তর প্রতিপক্ষ এর জবাব সুনির্দিষ্টভাবে অস্বিকার করা হয়েছে। ফরিয়াদীর আইনজীবীর ২০১০ সাল এর বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রচারিত রায় সম্পর্কে বলেন যে তখনকার বিচার কমিটির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আপত্তি ছিল। তাই, তা বর্তমান মামলার গ্রহনযোগ্য নয়। আর অন্যান্য ফৌজদারী মামলা সম্পর্কে বলেন যে প্রতিপক্ষ আদালত থেকে নির্দোষ সাব্যস্থ হয়েছেন এবং সেই সমস্ত কাগজ দাখিল করবেন।
তিনি পরিশেষে নিবেদন করেন যে, শীর্ষকাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীণ ও উদ্দেশ্যমূলক। বস্তুত, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম দুর্নীতি সম্পর্কে শীর্ষকাগজ জাতীয় স্বার্থে প্রকাশ করেছে সেগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল এ আশ্রয় নিয়েছে। ফরিয়াদী তাঁর মামলা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় মামলাটি খারিজ করা আবশ্যক অন্যথায় জাতীয় স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ
উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। উভয় পক্ষ স্ব স্ব বক্তব্যের সমর্থনে কাগজপত্র দাখিল করেছেন। ফরিয়াদী সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ সংবাদপত্রের ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় **"প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয়ে দুর্নীতি, সরকারের পৌনে তিনশত কোটি টাকা লুটপাট"** শিরোনামে প্রতিবেদন এর বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছে। এই প্রতিবেদনটি আপত্তিজনক, অসত্য কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করে মাননীয় মন্ত্রী, তাঁর মেয়ের জামাই এবং মন্ত্রণালয়কে জনসম্মুখে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। প্রকাশিত প্রতিবেদনটি মাননীয় মন্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে এবং প্রতিবেদনের কিছু অংশ মন্ত্রী মহোদয়ের মান সম্মান ও মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুন্ন করেছে বলে দাবী করেছে যেমনঃ-

"মন্ত্রীর মেয়ের জামাই এই ল্যাপটপ ক্রয়ের পুরো টেন্ডার কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব খাটান। তারই প্রভাবে কৌশলে নথি থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিড়ে ফেলে সর্বনিম্ন দরদাতা দুটি কোম্পানিকে টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। "মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারের কাছে এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিলেও তিনি এ দুর্নীতি রোধে কোন প্রদক্ষেপ নেননি। এর কারণ হিসেবে জানা গেছে, মন্ত্রীর মেয়ের জামাই অর্থাৎ মন্ত্রী নিজেই ও দুর্নীতির সঙ্গে নেপথ্য থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

ল্যাপটপ ক্রয়ের ব্যাপারে ফরিয়াদীর বক্তব্য হলোঃ-

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৫০ হাজার ল্যাপটপ ক্রয়ে সরকারের নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ) এর নেতৃত্বে বুয়েট ও এলজিইডি এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৭ (সাত) সদস্যের মূল্যায়ন কমিটি যথাযথ সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়ের কোন হস্তক্ষেপ ছিলনা।

(খ) দরপত্র জমাদানকালীন টেন্ডার ডকুমেন্ট এর মূল কপি ও ডুপ্লিকেট কপি আলাদা আলাদা খামে জমা নেয়া হয়েছে। ডুপ্লিকেট কপি সীলগালা অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। দরপত্র ডকুমেন্ট ছিড়ে ফেলার সংবাদটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দরপত্র সম্পূর্ণ করেছেন। মাইক্রোসফট এর লেটার অব ইলিজিবিলিটি (LoE) এর শর্তানুযায়ী ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ ক্রয় প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে বিশ্ব ব্যাংকের অনাপত্তি রয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় যথাযথ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সম্মতি প্রদান করেছে।

(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি ও জেলা পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মালামাল গ্রহণ কমিটি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া গ্রহণ করছে। এছাড়া, বিক্রয়োত্তর সেবা দানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ৭টি বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় উপ-পরিচালককে আহবায়ক করে ৭টি বিভাগের আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ফরিয়াদী তাদের বক্তব্যের সমর্থনে ল্যাপটপ ক্রয় সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের চিঠি তারিখ ২২/০৯/২০১৬ দাখিল করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বব্যাংক ৮টি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করেছেন এবং সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণ করার

জন্য অনুরোধ করেন। ১৮/১২/২০১৬ তারিখের চিঠির পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি) এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ থেকে প্যাকেজ নং জিডি ৫০৫ এর অধীনে ৮টি লটে ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য একটি ল্যাপটপের বিপরীতে সর্বনিম্ন দরদাতা অনুকুলে অথাৎ ৮টি কোম্পানীর মধ্যে থেকে ক্রয় প্রস্তাব সরকারের সম্মতিজ্ঞাপন করে। ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আইসিটি সেল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ল্যাপটপ গ্রহণ করার জন্য ৮টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। দরপত্র কমিটি আগষ্ট ২০১৬ সালের বিভিন্ন তারিখে মিলিত হয়ে দরপত্র বিবেচনা করেন। ০৬/০৬/২০১৬ তারিখের ৮টি কোম্পানী তাদের দরপত্র দাখিল করে এবং ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে দরপত্রগুলি মূল্যায়ণ করে মূল্যায়ণ কমিটির সচিব রিপোর্ট দাখিল করেন। কমিটি সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা পূর্বক মূল্যায়ণ চুড়ান্ত করে ৩০/০৮/২০১৮ তারিখে। ।

দরপত্রের সদস্যগণ হলেনঃ- (1) F.M. Enamul Hoque, Director (Finance) DPE Chairman of BEC (2) Md Emamul Islam, Deputy Director (Procurement) DPE & Member–Secretary of BEC. (3) Md. Serajul Islam, Programmer MoPME & Member of BEC. (4) J. M Azad Hossain, Executive Engineer LGED, HQs, Dhaka & Member of BEC. (5) Nesar Ahmed, Deputy Secretary MopME Member of BEC. (6) Dr. Md. Saiful Islam Professor IICT, BUET Member of BEC. (7) Shams Uddin Ahmed, Director (Administration) DPE Member of BEC.

কমিটির উপরোক্ত সদস্যগণ হায়ার ইন্টারন্যাশনাল এবং হায়ার ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স দুটিকে রেসপনসিব বলে গণ্য করে নাই। কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক এবং যৌথভাবে এ ব্যাপারে নিরপেক্ষতার ঘোষণা দিয়েছেন, এমন একটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

<u>*Individual* BEC Member Declaration Statement</u>

"*Md Emamul Islam, DD (Procurement) DPE do hereby declare that evaluation has been done in compliance with the Rules, Regulations, procedures of IDA Guidelines and Bid Document Prepared for this package. All facts and information have been correctly reflected in the Bid Evaluation Report and no substantial or important information has been omitted. I also declare that I have no business or other links to any of the competing Bidders participated for Procurement of 50000 Nos. of Laptop under Package No. GD 505 (Lot No.1,2,3,4,5,6,7&8) against the IFB No. 38.151.180.007.148.00.00.447.2016-2032; Dated: May 08, 2016 for PEDP-3*"

<u>*Joint Declaration by BEC Member*</u>

"*Member of the Bid Evaluation Committee BEC hereby jointly declare that evaluation has been done in compliance with the Rules, Regulation, Procedures of IDA Guidelines and Bid Document prepared for this package. All facts and information have been correctly reflected in the Bid Evaluation Report and no substantial or important information has been omitted. I also declare that I have no business or other links to any of the competing Bidders participated for procurement of 50000 Nos. of Laptop under package No. GD 505 (Lot No. 1,2,3,4,5,6,7&8) against the IFB No. 38.151.180.007.148.00.00.447.2016-2032; Dated: May 08, 2016 for PEDP-3*"

দরপত্রমূল্যায়ণ কমিটির সকল সদস্য সার্বিক মূল্যায়ণের পর যৌথভাবে ৩০/০৮/২০১৬ তারিখে দরপত্রগুলি সাঠিক মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন।

ফরিয়াদী প্যাকেজ নম্বর জিডি ৫০৫ এর অধীনে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণের জন্য ৫০,০০০ ল্যাপটপ ক্রয় প্রক্রিয়ার গৃহিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সার এর একটি কপি দাখিল করেছেন।

উপরোক্ত কাগজগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা এবং মূল্যায়ণ করে মাননীয় মন্ত্রী এবং তাঁর মেয়ের জামাই এর কোন সমপৃক্ততা আছে মর্মে দেখা যাচ্ছে না।

সাক্ষ আইনের ৭৪ ধারা অনুসারে সরকারী কাগজপত্র সত্য বলে গ্রহণ করার বিধান রয়েছে যদি অন্য কাগজ দ্বারা ঐ সমস্ত কাগজ ভূয় বলে প্রমানিত না হয়।

ফরিয়াদী প্রতিউত্তরে পরিস্কার উল্লেখ করেছেন যে তিনি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা প্রতিপক্ষকে প্রতিবেদন তৈরিতে কোন প্রকার সহায়তা প্রদান করেনি বরং তিনি তাঁর চিকিৎসা উপলক্ষে ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের ১৭ জুলাই ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ০৪/১১/২০১৭ তারিখে দেশে ফিরে আসেন এবং ১২/১১/২০১৭ তারিখে অফিসে যোগদান করেন। প্রতিপক্ষ সমকাল এ প্রচারিত প্রতিবেদন, এর সম্পাদকীয়, যুগান্তর এবং ২৪ ডট কম এ প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি তাঁর প্রতিবেদনের সমর্থনে দাখিল করে প্রতিবেদন এর সত্যতার প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির সভার (২০১৬ সালের ৩০ তম সভায় কার্যবিবরণী) সংযুক্তি ১১ হিসেবে দাখিল করেছেন যার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ-

> *"বিবেচ্য ক্রয়ে প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ও নির্দেশনা পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে বিধায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ৩)-এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বাজেট বরাদ্দ থেকে প্যাকেজ নম্বর জিডি ৫০৫-এর অধীনে ৮টি লটে মোট ৫০,০০০টি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য প্রতিটি লটের বিপরীতে সর্বনিম্ন দরদাতার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হলো"।*

লট নং	*ল্যাপটপের সংখ্যা*	*প্রতিষ্ঠানের নাম*	*সুপারিশকৃত মূল্য*
১.	৬৬৪৪	*Computer Source Ltd.*	*USD ৪৪,২৪,৯০৪.০০*
			+BDT ১০,৬৩,০৪০.০০
২.	৭৬৭৬	*Flora Telecom Limited*	*USD ৫১,০৪,৫৪০.০০*
			+ BDT ১২,৪৩,৫১৫.০০
৩.	৬৪১০	*Thakral Information Systems Private Limited and Digital Technologies Limited JV*	*USD ৪২,৭৫,৪৭০.০০*
			+ BDT ১০,৫১,২৪০.০০
৪.	৬৩২১	*Flora Limited*	*USD ৪২,৮৫,৬৩৮.০০*
			+ BDT ১১,৪৪,১০১.০০
৫.	৬৮০৪	*Global Brand Private Limited*	*USD ৪৫,১১,০৫২.০০*
			+ BDT ১১,০৯,০৫২.০০
৬.	৪৮৪৮	*Smart Technologies (BD) Ltd.*	*USD ৩২,১৯,০৭২.০০*
			+ BDT ৭,৯৯৯২০.০০
৭.	৬৪৯১	*Flora Limited*	*USD ৪২,৯৭,০৪২.০০*
			+ BDT ১০,৯০,৪৮৮.০০
৮.	৪৮০৬	*Smart Technologies (BD) Ltd.*	*USD ৩১,৭৬,৭৬৬.০০*
			+BDT ৮,০২,৬০২.০০
		=সর্বমোট (কাস্টমস ডিউটি, ভ্যাট ব্যতীত)	*USD ৩,৩২,৯৪,৪৮৪.০০*
			+BDT ৮৩,০৩,৯৫৫.০০

উপরোক্ত কার্যবিবরণী বরং ফরিয়াদীর বক্তব্যকে সমর্থন করে।
তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক তাই তাকে মাঝে মাঝে প্রতিবেদকের কাজ করতে হয় বলে দাবী করেছেন।

সম্পাদক হলেন পত্রিকার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। সম্পাদনা করা তাঁর প্রধান দায়িত্ব। পত্রিকায় কোন সংবাদ বা প্রতিবেদন যাবে কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এর বত্যয় ঘটেছে। সম্পাদকের দায়িত্ব হলো সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রাপ্ত তথ্যাবলিতে সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

মাননীয় মন্ত্রী সহ অন্যান্য প্রার্থীরা আগামী ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে পত্রিকা দাখিল করেছেন এবং পত্রিকার প্রতিবেদনগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনার বা কোনরূপ মন্তব্য করার সুযোগ নেই। বর্তমান প্রতিবেদনটি প্রচারের পূর্বে তিনি এর সত্যতা যাচাই বাচাই করেছেন কিনা সেইটা হলো বর্তমান বিবেচ্য বিষয়। প্রতিপক্ষ সরকারের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী এবং তাঁর মেয়ের জামাই সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে জনসম্মুখে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন এর পক্ষে কোন নিরপেক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি বরং তিনি সংবাদের তথ্য প্রাপ্তির মূল সূত্রই

প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রত্যেক প্রতিবেদন এর জন্য তাঁর নিজস্ব তথ্য প্রয়োগ করতে হয় এবং প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে তথ্য যাচাই বাচাই করা এবং এর সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা। আর কোন ব্যক্তির তাঁর ব্যক্তিগত জীবন মান সম্পর্কে লেখার পূর্বে সেই ব্যক্তির বক্তব্য নেয়া অত্যান্ত জরুরী। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তাঁর বক্তব্য নেওয়া হলো না, এতে তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এটা কিন্তু সাংবাদিকতা নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ।

লক্ষনীয় যে বর্তমান মূল্যায়ণ কমিটির সদস্যদের ব্যাপারে কোনরূপ অভিযোগ করা হয়নি, যারা দরপত্র গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছেন। দরপত্রের কাগজপত্র ছিড়ে দেয়ার ব্যাপারে ফরিয়াদী সুস্পষ্টভাবে অস্বিকার করেছেন এবং এর বিপরীতে প্রতিপক্ষ অন্যান্য পত্রিকার প্রতিবেদন এর উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন কাগজ দাখিল করতে পারেনি।

প্রাসংগিক বিধায় ০৮/২০০৮, মামলা নং ২/২০১০ মামলা নং ৪/২০১৭ মামলার রায় এর কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলোঃ-

মামলা নং ২/২০০৮ এর রায়ের আদেশ (অংশ বিশেষ)

জনাব মোঃ মতিউর রহমান----------ফরিয়াদী
যুগ্ম-কমিশনার,
শুল্ক, আবগারী ও মুশক, রাজশাহী
বনাম
জনাব মোঃ একরামুল হক----------প্রতিপক্ষ
সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক
সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ
রায়ের তারিখঃ ০৫/০৪/২০১০ইং

"ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, পাল্টা উত্তর, পুনঃ উত্তর সহ পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে সদস্যদের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে পর পর ভিত্তিহীন প্রতিবেদনগুলি ছেপে প্রতিপক্ষগণ ফরিয়াদীর মানহানি করা সহ সাংবাদিকতার নীতিমালার মান ভঙ্গ করেছেন এবং জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে এবং তা তাদের পেশাগত অসদাচরণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষগণকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো এবং এ রায় শীর্ষকাগজের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। এ রায়ের অনুলিপি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশের জন্য পাঠাবার নির্দেশ প্রদান করা হল।"

মামলা নং ২/২০১০ এর রায়ের আদেশ (অংশ বিশেষ)

জনাব মোঃ মতিউর রহমান----------ফরিয়াদী
যুগ্ম-কমিশনার
বর্তমানে অতিরিক্ত কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
বনাম
জনাব মোঃ একরামুল হক----------প্রতিপক্ষ
সম্পাদক
সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ
রায়ের তারিখঃ ২০-১০-২০১০ইং

"মামলা শুনানীর দিন ০৩-০৮-২০১০ইং চেয়ারম্যান বিচারপতি কাজী এবাদুল হক ছাড়াও সদস্য প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, জনাব শামসুজ্জামান খান ও জনাব আবদুল জলিল ভূঁইয়া উপস্থিত হয়েছিলেন।
শুনানীর দিন দরখাস্তকারীর পক্ষে এডভোকেট জনাব খায়রুল ইসলাম হাজির হয়ে বিচারিক কমিটির নিকট তার বক্তব্য পেশ করলেও শীর্ষকাগজের সম্পাদক বা তার পক্ষে কোন প্রতিনিধি হাজির হননি এবং কোন সময়ের প্রার্থনাও করেননি।

শুনানী শেষে বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার লক্ষ্যে মাননীয় সদস্যদের প্রত্যেককে মামলার নথির একটি হুবহু অনুলিপি প্রদান করা হয়েছিল এবং রায় প্রদানের জন্য ২০/১০/২০১০ইং তারিখে ধার্য্য করা হয়েছিল। রায় প্রদানের তারিখে জনাব আবদুল জলিল ভূঁইয়া ব্যতীত অপর দু জন মাননীয় সদস্যগণ এ মর্মে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন যে, শীর্ষ কাগজের সম্পাদক পূর্ববর্তী মামলার বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ ও কুরুচিকর বক্তব্য শীর্ষ কাগজের ১২-৪-২০১০ইং ও ১৯-৪-২০১০ইং তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন তা শুধু সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধির পরিপন্থি নয়, তা একজন সাধারণ ভদ্রলোকের আচরণেরও পরিপন্থি। যে কোন সাংবাদিকের কোন বিচারিক আদালত বা আধা বিচারিক কর্তৃপক্ষের রায়ের যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য সমালোচনা করার অধিকার থাকলেও রায় তার

বিরুদ্ধে গেলে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আইনতঃ প্রতিকার প্রার্থনা না করে বিচারক বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা, তথ্যবিহীন ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য প্রকাশ করে তাদের জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার কোন অধিকার নেই। আদালতের বিরুদ্ধে তদ্রুপ মন্তব্য প্রকাশ করলে তা আদালত অবমাননা হিসেবে গণ্য হয় এবং বিরুপ সমালোচনাকারী শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আধা বিচারিক কর্তৃপক্ষের আদালত অবমাননার মত শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা না থাকায় শীর্ষ কাগজের সম্পাদক প্রেস কাউন্সিলের বিচারিক কমিটির বিরুদ্ধে তদ্রুপ বিরুপ মন্তব্য প্রকাশ করতে উৎসাহিত হয়েছিল। তথ্য প্রমাণ ব্যতীত প্রেস কাউন্সিলের পূর্ববর্তী বিচারিক কমিটির সদস্যগণ ও চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ ও কুরুচিকর মন্তব্য শীর্ষ কাগজে প্রকাশ করা হয়েছিল তা সমর্থন করার সাহস না থাকায় শীর্ষ কাগজের সম্পাদক গুনানীর নোটিশ পাওয়া স্বত্ত্বেও তার বক্তব্যের সমথনে শুনানীর দিন হাজির হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রখ্যাত উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তার এক বন্ধু অপর এক বন্ধুর লেখক হওয়া সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি তার উত্তরে জানিয়েছেলেন যে, "লিখতে জানে থামতে জানে কি?" উক্ত মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে ইহা বলা যায় যে, শীর্ষ কাগজের সম্পাদক লিখতে জানলেও সাংবাদিক হিসেবে কি লেখা উচিৎ এবং কি লেখা অনুচিৎ সে বিষয়ে অজ্ঞ। তার এইরূপ গর্হিত আচরণ দেখে আমরা সাংবাদিকতার মান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এডভোকেটদের জন্য বার কাউন্সিল ও চিকিৎসকদের জন্য মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের মত সাংবাদিকতায় প্রবেশকারীদের জন্য একটি পরীক্ষার মাধ্যমে সাংবাদিকতার সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা ব্যতীত সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ করা- বন্ধ করার সময় এসেছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকদের জন্য যে অনুসরণীয় আচরণ বিধি প্রণয়ন করেছেন এবং তা মেনে চলার জন্য একটি শপথনামায় স্বাক্ষর প্রদান করার যে বিধান করেছেন তা এ বিষয়ে যথেষ্ট নয়।

শীর্ষ কাগজের সম্পাদক সাংবাদিকদের আচরণ বিধি লঙ্ঘণ করে বিগত ১২-০৪-২০১০ইং ও ১৯-০৪-২০১০ইং তারিখের শীর্ষ কাগজে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। এ রায়ের অনুলিপি শীর্ষ কাগজে এবং এ রায়ের সংক্ষিপ্ত সার অপর সকল পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা হউক।

এ রায়ের একটি অনুলিপি উপরোক্ত সুপারিশ কার্যকর করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হউক।"

মামলা নং ৪/২০১৭ এর রায়ের আদেশ (অংশ বিশেষ)

জনাব প্রশান্ত কুমার মজুমদার ----------ফরিয়াদী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।
বনাম
জনাব মোঃ একরামুল হক----------প্রতিপক্ষ
সম্পাদক
সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ।
রায়ের তারিখঃ১০/০৫/২০১৭ইং

"ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের মূল জবাব, প্রতিউত্তর, ২৫/০৪/২০১৭ তারিখের দাখিলকৃত জবাব এবং পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে বিজ্ঞ সদস্য জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত এর সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।"

উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখিত *"মন্ত্রীর মেয়ের জামাই এই ল্যাপটপ ক্রয়ের পুরো টেন্ডার কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব খাটান। তারই প্রভাবে কৌশলে নথি থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিড়ে ফেলে সর্বনিম্ন দরদাতা দুটি কোম্পানিকে টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।" এবং "মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারের কাছে এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিলেও তিনি এ দুর্নীতি রোধে কোন প্রদক্ষেপ নেননি। এর কারণ হিসেবে জানা গেছে, মন্ত্রীর মেয়ের জামাই অর্থাৎ মন্ত্রী নিজেই ও দুর্নীতির সঙ্গে নেপথ্য থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।"* এ বিষয়ে তথ্য উপাত্ত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ০৬/১১/২০১৭ তারিখের প্রতিবেদনের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর মান সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। যথাযথ তথ্য উপাত্ত ছাড়া এ জাতীয় প্রতিবেদন প্রচার করে সাংবাদিকতার নীতিমালা সম্পূর্ণ লংঘণ করেছেন।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের মূল জবাব, প্রতিউত্তর, ২৪/০৫/২০১৭ তারিখের দাখিলকৃত জবাব এবং পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে বিজ্ঞ সদস্য জনাব গোলাম সারওয়ার এর সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করে শীর্ষকাগজের সম্পাদক সাংবাদিকদের আচরণবিধি লঙ্ঘণ করেছেন এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ

করেছেন যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।
ফরিয়াদী বা মাননীয় মন্ত্রীকে কথিত মতে মানহানি করার জন্য দেওয়ানী আদালতে মামলা রুজু করতে প্রেস কাউন্সিল এর অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই।

প্রতিপক্ষ এই রায়টি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। রায়ের সংক্ষিপ্ত সার অপর সকল পত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্তে প্রেরনের জন্য কাউন্সিল এর সচিবকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

শীর্ষকাগজ এর প্রকাশক ডিক্লারেশন প্রাপ্তির পর ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা এবং প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইনের ১৩ ধারাসহ অন্যান্য ধারাগুলি প্রতিপালন করছে কিনা বিশেষ করে উল্লেখিত ০৬/১১/২০১৭ তারিখের প্রতিবেদন প্রচার করে ২০ (১), ২০ (এ) ধারা লঙ্ঘণ করেছে কিনা পরীক্ষা করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রায়ের একটি অনুলিপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রেরণ করার জন্য অফিসকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য মামলার প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে যে কোন পত্রিকায় তার নিজ খরচে রায়টি হুবহু ছাপাতে পারবেন, সেক্ষেত্রে একটি অনুলিপি কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

গোলাম সারওয়ার
সদস্য